ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৬৫২

আগরতলা,৪ নভেম্বর,২০২৬

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত



ভারতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)-এর সুবিধা গ্রহণ করে কিভাবে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি (এমএসএমই) নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে পারে, সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে রাজ্যস্তরীয় এমএসএমই সচেতনতা ও প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের উদ্যোগে কলকাতার আঞ্চলিক ডিজিএফটি কার্যালয় এবং রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ইন্ডিয়া ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশন (আইটিপিও) এই কর্মসূচির নলেজ পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব ড. সি. ভানলালরামসাঙ্গা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ভারত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নতুন নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করছে। এই চুক্তিগুলির সুবিধা যাতে এমএসএমই-গুলিও গ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিদেশি বাজারের সন্ধান করার পাশাপাশি নিজেদের উৎপাদিত পণ্য আরও ভালো দামে বিক্রির জন্য উৎসাহিত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার ডিজিটাল পরিষেবা চালু করা এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া সরলীকরণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্থানীয় ব্যবসার বিকাশের জন্য পণ্যের গুণমান বজায় রাখা এবং নতুন বাজার খুঁজে বের করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, শুল্ক হ্রাস এবং পণ্যের উৎপত্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা রপ্তানি প্রক্রিয়া, শুল্ক সংক্রান্ত সুবিধা, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পোদ্যোগী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং রপ্তানি বাণিজ্যে আগ্রহী ব্যক্তিরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

*****